ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির মাদকবিরোধী র্যালি

মাদকমুক্ত সমাজ গঠন এবং যুবসমাজকে মাদকের ভয়াবহ ছোবল থেকে রক্ষার প্রত্যয়ে ঝিনাইদহে মাদকবিরোধী র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৪ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে র্যালিটি বের করা হয়।

ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আয়োজনে র্যালিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ব্যানার ও সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশ নেন।

র্যালির মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণ প্রজন্মকে মাদকাসক্তির ঝুঁকি থেকে দূরে রাখার আহ্বান জানানো হয়।

এ সময় মাদক নির্মূলে পরিবার, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট সব মহলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক আন্দোলন জোরদারের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সহসভাপতি আব্দুস সবুর ও আনোয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল বাসার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফখরুদ্দিন মুন্না, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক ইমন আহমেদ, অর্থ সম্পাদক মোসলেম উদ্দিন, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক ফারুক আহমেদ, প্রচার সম্পাদক সোহরাব হোসেন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আল মিরাজ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী হারুনুর রশিদ প্লাবনসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জাতীয় যুবশক্তির ঝিনাইদহ জেলা শাখার কমিটি গঠন

জাতীয় যুবশক্তির ঝিনাইদহ জেলা শাখার নবগঠিত আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে মোঃ শাহিনুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং শাওন আহমেদ কে সদস্য সচিব করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় যুবশক্তি। নবগঠিত কমিটিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঝিনাইদহ জেলা শাখার যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া।

জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনপত্র অনুযায়ী, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ঝিনাইদহ জেলা শাখার আংশিক আহ্বায়ক কমিটি এক বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় যুবশক্তি ঝিনাইদহ জেলা শাখার আংশিক আহ্বায়ক কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সিনিযর যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফ সৌরভ, যুগ্ম আহ্বায়ক মেহেদি হাসান আশিক, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব বৃষ্টি শেখ, যুগ্ম সদস্য সচিব হৃদয় আহমেদ, মুখ্য সংগঠক মোঃ হুমায়ুন কবির, সিনিয়র সংগঠক ইনারুল ইসলাম ও দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন।

অনুমোদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, আংশিক আহ্বাযক কমিটির দায়িত্বশীলদের আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করে জমা দিতে হবে।

এক অভিনন্দন বার্তায় এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া নবগঠিত কমিটির আহ্বায়ক, সদস্য সচিবসহ সব দায়িত্বশীলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে জেলার যুবসমাজকে সংগঠিত করা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে তরুণদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ আরও গতিশীল হবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা, মানবিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনের দায়িত্বশীলদের মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

বিবৃতিতে তিনি নবগঠিত কমিটির সকল সদস্যের সফলতা কামনা করেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও গতিশীল করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এনসিপির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হলেন ঝিনাইদহের শাহরিন ইরা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঝিনাইদহের উদীয়মান নেত্রী শাহরিন সুলতানা ইরা। গত ২৩ অক্টোবর ২০২৬ দলটির ১৯৫ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। একই বিভাগে সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোল্যা রহমতুল্লাহ।

নতুন কমিটিতে আহ্বায়ক পদে মো. নাহিদ ইসলাম এবং সদস্যসচিব পদে আখতার হোসেন বহাল রয়েছেন। দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি বিভাগীয় পর্যায়ে ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

শাহরিন সুলতানা ইরা ঝিনাইদহ শহরের অগ্নিবীণা সড়কের ব্যাপারীপাড়ার বাসিন্দা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ২০১৯ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল সংসদের সাহিত্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্র রাজনীতির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তী সময়ে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ)-এর মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শাহরিন ইরা। পরে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দেন। দলটির আগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এবার তাঁকে খুলনা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নতুন এই দায়িত্বের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দলীয় কার্যক্রম সমন্বয়, সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে দলের কার্যক্রম সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখার

সুযোগ তৈরি হয়েছে। তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ এবং দলীয কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

শাহরিন ইরার নতুন দায়িতপ্রাপ্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির ঝিনাইদহ জেলা শাখার যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া।

তিনি বলেন, “শাহরিন ইরার এই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তি আনন্দের বিষয়। আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই। আশা করি, তাঁর অভিজ্ঞতা, মেধা ও সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে খুলনা বিভাগে এনসিপির সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ, গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করি।”

হামিদ পারভেজ মিয়া আরও আশা প্রকাশ করেন, শাহরিন ইরার নেতৃত্বে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যাযয়ে দলীয় কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত হবে এবং তৃণমূল পর্যায়ে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়বে।

শাহরিন ইরার এই নিয়োগকে ঘিরে ঝিনাইদহের রাজনৈতিক অঙ্গনে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। জেলার একজন রাজনৈতিক কর্মীর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভাগীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব পাওয়াকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। নতুন দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে শাহরিন ইরা খুলনা বিভাগে এনসিপির সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবেন এমন প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

নতুন দায়িত্ব নিয়ে শাহরিন সুলতানা ইরা বলেন, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে আমি দলের নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞ। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে দলকে আরও সুসংগঠিত করতে কাজ করতে চাই। এ জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত মিলে বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে

বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী মিলে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান।

তিনি বলেন, ৯৬ সালের মতো আওয়ামী লীগ ও জামায়াত মিলে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজশাহী সফর চলাকালে স্নাইপার দিয়ে হত্যার হুমকিসংবলিত এক যুবকের ফেসবুক পোস্টের পেছনে বিরোধী দলের ইন্ধন রয়েছে। বিরোধী দলের উসকানিতে ওই যুবক এ রকম দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে কালীগঞ্জ উপজেলার চাপরাইল আবুবকর বিশ্বাস মকছেদ আলী কলেজে আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

বিরোধী দলের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান আরও বলেন, জামায়াত ও স্বৈরাচার এরশাদের সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ৯৬ ও ৮৬ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করেছিল জামায়াত। এখন আবার তারা মিলে গেছে। জামায়াত ও আওয়ামী লীগ মিলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

এ সময় তিনি জামায়াতের আমিরের সমালোচনা করে বলেন, জামায়াতের আমির সব সময় মিথ্যা কথা বলেন। জামায়াতের নেতারা তাঁকে দরবেশ ভাবতে পারেন, কিন্তু জামায়াতের আমির একের পর এক রাজনৈতিক মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন।

তিনি জাসদ ছাত্রলীগ করতেন, সন্ত্রাস করেছেন, মিথ্যা কথা বলেছেন। জামায়াতে যোগ দেওয়ার পর কি তিনি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিয়েছেন? জামায়াত ও আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত আছেন।

অনুষ্ঠানে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ, যুগ্ম সদস্যসচিব ইলিয়াস রহমান মিঠু, কলেজের

অধ্যক্ষ মশিয়ার রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে যুবলীগ নেতা সন্দেহে আটক, ৩ ঘণ্টা পর জামায়াতের কাগজপত্রে মুক্ত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে যুবলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে হায়দার আলী (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। পরে জামায়াতের স্থানীয় নেতারা তাঁকে নিজেদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার পক্ষে কাগজপত্র জমা দিলে প্রায় তিন ঘণ্টা পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বুধবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার তালসার পশ্চিমপাড়া এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করেন তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) তবিবুর রহমান। হায়দার আলী ওই এলাকার মৃত দলিল উদ্দিনের ছেলে।

কোটচাঁদপুর পৌর জামায়াতের আমির আব্দুল কাইয়ুম বলেন, বুধবার সন্ধ্যায় তাঁরা খবর পান, তালসার ইউনিটের এক কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে। পরে তাঁরা থানায় গিয়ে হায়দার আলী জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে জানান।

এ সময় থানা থেকে তাঁর পক্ষে কাগজপত্র চাওয়া হয়। পরে ২০২২ সাল থেকে জামায়াতের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়। সেগুলো যাচাই-বাছাই শেষে তাঁকে উপজেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির আজিজুর রহমানের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে হায়দার আলীকে ৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সন্দেহে আটক করা হয়েছিল। পরে স্থানীয় জামায়াত নেতারা এসে দাবি করেন, তিনি ২০২২ সাল থেকে

তাঁদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এ সময় তাঁরা তাঁর পক্ষে ইয়ানতের রসিদসহ বিভিন্ন সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণের কাগজপত্র জমা দেন।

ওসি আরও বলেন, হায়দার আলী যুবলীগের সঙ্গে যুক্ত—এমন দাবির পক্ষেও কাগজপত্র চাওয়া হয়েছিল। তবে সংশ্লিষ্টরা কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে স্থানীয় জামায়াত নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভুল তথ্য দিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার বিষয়ে ওসি বলেন, গোপন সূত্রের দেওয়া তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে রাজনৈতিক নেতাদের আগে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে

অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে আগে রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান।

মন্ত্রী বলেন, “দুর্নীতি বন্ধ করার প্রথম শর্ত হলো, যারা বলছি দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, সেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আগে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় আমরা ব্যর্থ হব।”

বুধবার (২১ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে স্থানীয় শিক্ষক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত শিক্ষকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে সামলানো শিক্ষকদের জন্য কঠিন হয়ে উঠছে। সেই পথ দিন দিন আরও কঠিন হচ্ছে। এই প্রজন্ম দিন দিন মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাদের মাদক থেকে দূরে সরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন

করে ভাবতে হবে। শিক্ষকদের যুগোপযোগী ও পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার লেনদেন হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হয়ে অনেকেই প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন, যা সহ্য করা হবে না। আবার কোনো প্রধান শিক্ষক শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে লুটপাটের সঙ্গে জড়িত হবেন, সেটাও সহনীয় নয়।

সভায় শৈলকুপা উপজেলার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো দুর্গোৎসব

ঝিনাইদহে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ছয় দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব। বুধবার (২১ অক্টোবর) বিকেল ৪টা থেকে নবগঙ্গা নিরঞ্জন ঘাটে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন। নেচে-গেয়ে ও নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানান ভক্তরা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, দেবী দুর্গা কৈলাসে স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেন। আগামী শরতে আবারও তিনি আসবেন এই ধরণিতে, যা তাঁর বাবার ঘর হিসেবে পরিচিত।

এবার দেবী দুর্গার আগমন ঘটেছিল ঘোড়ায় চড়ে, আর গমন নৌকায়। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়। এর মধ্য দিয়ে এ বছরের মতো শেষ হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা।

পুরাতন হাটখোলা সার্বজনীন দুর্গা মন্দির পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ বলেন, প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে শারদীয় দুর্গোৎসবের সমাপ্তি হয়েছে। বিসর্জনের সময়

শৃঙ্খলা রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকেরাও তৎপর ছিলেন।

৪৬ লাখ টাকা দিয়েও ইতালি যাওয়া হলো না সোহেলের, লাটভিয়ায় মৃত্যু

বৈধ পথে ইতালি যাওয়ার স্বপ্নে ৪৬ লাখ টাকা দিয়েও গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি ঝিনাইদহের সোহেল রানা। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে বিভিন্ন দেশে ঘোরানো, আটকে রেখে নির্যাতন ও মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

পরে লাটভিয়ার একটি জঙ্গল থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধারের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৮ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় সোহেলের স্ত্রী জেসমিন সুলতানা ঝিনাইদহের মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন ট্রাইব্যুনালে নয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় মানব পাচার, নির্যাতন, মুক্তিপণ আদায় ও হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, সোহেলকে বৈধ পথে ইতালি পাঠানোর কথা বলে প্রথমে ২৬ লাখ টাকা নেওয়া হয়। ২০২৫ সালের ৬ এপ্রিল তাঁকে কাতারে পাঠানো হয়। ৯০ দিনের মধ্যে ইতালি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও তাঁকে কাজ দেওয়া হয়নি। পরে দেশে ফেরার টিকিট পাঠানো হলেও তাঁকে ফিরতে না দিয়ে মিসর হয়ে ইতালি পাঠানোর কথা বলে আরও পাঁচ লাখ টাকা দাবি করা হয়। অভিযোগ, ওই টাকা দেওয়ার পর ২০২৬ সালের ১৪ আগস্ট তাঁকে মিসরে পাঠানো হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, সোহেলের পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে তাঁকে বিভিন্ন দেশে ঘোরানো হয়। পরে বেলারুশ হয়ে তাঁকে লাটভিয়ায় নেওয়া হয়। গত ২৫ আগস্ট তাঁর ফোন ব্যবহার করে

পরিবারের কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন তারিখে টাকা পাঠানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ৯ অক্টোবর ইতালি থেকে অভিযুক্তদের একজন ফোন করে আরও সাড়ে চার লাখ টাকা দাবি করেন বলেও মামলায় বলা হয়েছে।

সোহেলের শ্যালক ইশতিয়াক আহমেদ জানান, দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর পোল্যান্ডে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন, ৬ অক্টোবর লাটভিয়ার সীমান্তরক্ষীরা সোহেলকে জঙ্গল থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮ অক্টোবর সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

একই চক্রের শিকার এক সহযাত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তাঁকেও বৈধ পথে ইতালি পাঠানোর কথা বলে কাতারে নেওয়া হয়েছিল। পরে জানতে পারেন, ইতালি পৌঁছাতে তাঁকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ পথে সীমান্ত পার হতে হবে। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন। তাঁর দাবি, একইভাবে আরও ১২ জনের দেশে ফিরতে না পারা বা বিভিন্ন দেশে আটকে থাকার বিষয়ে তিনি জানেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম জানান, রামচন্দ্রপুর ও হলিধানী ইউনিয়নের অন্তত ১৫ জনের কাছ থেকে ইতালি পাঠানোর কথা বলে টাকা নেওয়ার তথ্য তিনি পেয়েছেন।

এদিকে স্থানীয়দের দাবি, একই এলাকার কয়েকজন যুবক প্রায় এক যুগ ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গাড়ামারা গ্রামের রসুল মিয়ার ছেলে রিপন মিয়া এবং রামচন্দ্রপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার আব্দুল্লার ছেলে হামেদ আলী ও মৃত তাইজেল মাস্টারের ছেলে জগত আলী রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রের ভাষ্য, তাঁরা একসঙ্গে নৌপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে দালালদের মাধ্যমে যাত্রা করেছিলেন। এরপর থেকে তাঁদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মামলার বাদী জেসমিন সুলতানার অভিযোগ, টাকা ফেরত চাওয়া ও আইনি পদক্ষেপের বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। ১৫ অক্টোবর তিনি ঝিনাইদহ সদর থানায় গেলে আদালতে মামলা করার পরামর্শ পান বলে এজাহারে উল্লেখ করেছেন।

বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা আদায়, অনিশ্চিত যাত্রা এবং একের পর এক যুবকের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগে এলাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সোহেলের মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে

অভিযুক্তদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং বিদেশে আটকে থাকা যুবকদের উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২৫

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের সমর্থকদের অন্তত ২০টি বসতঘর ও ৫টি দোকানঘর ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সোমবার দিবাগত রাত থেকে মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) দুপুর পর্যন্ত কাশিপুর গ্রামের দুটি পক্ষের মধ্যে থেমে থেমে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলায় ওই গ্রামের রেজাউল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি ৫ আগস্টের পর থেকে পলাতক ছিলেন। স্থানীয় নির্বাচনের পর রেজাউল ইসলামসহ তাঁর সমর্থকেরা বাড়িঘরে ফিরতে শুরু করেন। এ নিয়ে স্থানীয় মখলেছ হোসেনের সঙ্গে রেজাউল ইসলামের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

পূর্ববিরোধের জেরে সোমবার রাতে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। মঙ্গলবার সকাল থেকেও থেমে থেমে মারামারি ও ধাওয়া- পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে কালীগঞ্জ থানা-পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলী বলেন, মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সংঘর্ষ বা মারামারির ঘটনায় অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা আনোয়ারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সালিশের নামে অর্থ আদায়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, সরকারি জায়গা দখল, ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও মাদক কারবারে সম্পৃক্ততাসহ নানা অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১১ নম্বর পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে।

রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসন ও সাংবাদিকদের কাছে আবেদন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন আনোয়ার হোসেন ও তাঁর অনুসারীরা। এ সময় চাঁদা আদায়, ব্যবসায়ীদের হয়রানি, জমি ও সরকারি সম্পদ দখল এবং সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের একাধিক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেন আনোয়ার হোসেন ও তাঁর কর্মীরা। লৌহজাঙ্গা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের কাছ থেকেও অর্থ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

পাইকপাড়া আবাসনের পেছনে আজাদ ও তাঁর ছেলে অনিকের কাছ থেকে ছাগল চুরির অপবাদ দিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। হাটগোপালপুর বাজারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে মিমি ফার্মেসিসহ সাতটি দোকানে পরিকল্পিতভাবে চুরি করানোর অভিযোগও রয়েছে। এতে আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।

তাঁদের ভাষ্য, এ ঘটনায় তৎকালীন ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত শুরু করলেও পরে তা আর এগোয়নি। একই বাজারের বাসস্ট্যান্ড ও ইজিবাইক স্ট্যান্ড, মাহিন্দ্র স্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিজস্ব লোকজনের মাধ্যমে কমিশন বাণিজ্য পরিচালনার অভিযোগও করা হয়েছে। হাটগোপালপুর খাদ্যগুদামের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ধান-চালের ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে।

অন্য কেউ সেখানে ব্যবসা করতে গেলে হামলা ও নির্যাতনের আশঙ্কা তৈরি করা হয় বলে দাবি অভিযোগকারীদের। সরকারি জায়গায় ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার কথা বলে মাছবাজারের ইউনুস সরদার ও বিপু মুন্সির কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এ ছাড়া স্কুলের খেলার মাঠের জায়গা দখল করে মার্কেট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মামলা করলে নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায় বলে দাবি করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে হাটগোপালপুর বাজারের এক বছরের ইজারার প্রায় ২১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগও তোলা হয়েছে। দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণেও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগকারীদের দাবি, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দেওয়ার পর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আনোয়ার হোসেন নিজের ইচ্ছামতো অর্থের বিনিময়ে এসব সহায়তা বিতরণ করেছেন। এতে প্রকৃত অসহায় মানুষেরা সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে।

অভিযোগপত্রে ঝিনাইদহ সদর থানা ছাত্রদলের সদস্যসচিব সাকিব আহমেদের চাচা আরিফকে মারধর করে তাঁর পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া কালা লক্ষ্মীপুর গ্রামে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মাহাবুব নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ তোলা হয়েছে। পদ্মাকর গ্রামে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এক পক্ষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া এবং অপর পক্ষের কাছ থেকে এক লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে।

জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনের ভাই হাসানের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করে পাটবোঝাই গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। পরে সালিশের মাধ্যমে ১০ লাখ টাকার পাটের বিপরীতে

মাত্র ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে।

জমি বিক্রি ও রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করেও অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে। অভিযোগপত্র অনুযায়ী, হাটগোপালপুর এলাকার কাজল বিশ্বাসের জমি বিক্রির পর তাঁর কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। পদ্মাকর গ্রামের বিএনপিকর্মী জাহিদ মোল্লার কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা এবং তিওড়দহ গ্রামের আব্দুস সাত্তার, ছয়াইল গ্রামের জাহিদুল বিশ্বাস ওরফে ঝন্টু ও পুটিয়া গ্রামের টিপুর কাছ থেকে পৃথকভাবে মোট ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগ করা হয়েছে।

সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বিকাশ বিশ্বাসকে দুই লাখ টাকার বিনিময়ে পুনর্বাসনের অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগপত্রে তাঁকে ‘ফ্যাসিবাদের হোতা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া হাটগোপালপুর বাজারের পাওয়ার হাউসের উত্তর পাশে মিলন ওরফে আমেরিকান মিলনের কাছ থেকে মোটরসাইকেল কেনার জন্য জোরপূর্বক ১০ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কাঁচাবাজার, মাছ ও মাংসসহ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে মূল্য পরিশোধ না করার অভিযোগও তুলেছেন অভিযোগকারীরা। তাঁদের দাবি, বাজারে ব্যবসা করতে হলে চাঁদা দিতে হয়। কেউ প্রতিবাদ করলে হামলা, মামলা ও নির্যাতনের ভয় দেখানো হয়। এ কারণে অনেক ব্যবসায়ী ভয়ে মুখ খুলতে চান না।

আনোয়ার হোসেনের ভাগ্নে সুমনকে দিয়ে ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য মাদকের ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগও করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে এলাকার যুবসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে আনোয়ার হোসেন নিজের গ্রাম ছয়াইল থেকে লোকজন এনে হামলা ও নির্যাতন চালান বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বা সামাজিক সম্পর্ক রাখলেও অন্যদের ওপর হামলার আশঙ্কা তৈরি করা হয় বলে দাবি অভিযোগকারীদের। এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠান ও পারিবারিক আয়োজনে কাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, সে ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য করা এবং অন্যদের সামাজিকভাবে একঘরে করার চেষ্টায় ইউনিয়নের সামাজিক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগকারীদের দাবি, এসব ঘটনার কারণে পদ্মাকর ইউনিয়নের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়েছে। তাঁরা অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত, জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এলাকায় স্বাভাবিক ব্যবসায়িক ও সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগী হাসান বলেন, ‘হাটগোপালপুর বাজারের পাটের ব্যবসা করি আমি। আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করে আনোয়ার ও তাঁর অনুসারীরা। পরে এ ঘটনায় সালিশ বসে। সালিশে ১০ লাখ টাকার পাটের বিপরীতে মাত্র ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয় আমাকে। বাকি টাকা আনোয়ার হোসেন আত্মসাৎ করে।’

আরেক ভুক্তভোগী পদ্মাকর গ্রামের জাহিদ মোল্লা বলেন, ‘আমার পরিবারের সবাই বিএনপির রাজনীতি করে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অনেক বছর নির্যাতনের শিকার হয়েছি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আনোয়ার হোসেন আমার পরিবারকে বাড়িছাড়া করে। এ পর্যায়ে তাঁকে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি। তাঁর কাছে এখনো জিম্মি হয়ে আছি।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সব মিথ্যা। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি মহল।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু বলেন, ‘অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে সেটা নিয়ে তদন্ত করা হবে। সত্যতা পেলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’